৬ষ্ঠ পাঠ ঃ

বিষয়-আসয়ের সদ্ব্যবহার করা

এ যাবৎ আমরা আমাদের চারিত্রিক গুনাবলী যেমন- বিচারবুদ্ধি, ইচ্ছাশক্তি, অনুভূতি ও দেহ ইত্যাদির ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছি। এই পাঠে আমরা অন্য দু'টো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিষয় দু'টো হোল আমাদের 'সময়' ও 'সামর্থ'। এগুলো আমাদের একান্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আমাদের 'সময়' ও 'সামর্থ' এ দুটো আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পূর্ণরূপে জড়িত।

ঈশ্বর এই যে দুটো ব্যক্তিগত সম্পত্তি আমাদের দিয়েছেন, এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। যাতে আমরা এ বিষয়ে নির্দেশ পেতে পারি সেজন্যই এ পাঠটি দেওয়া হল। এ পাঠে প্রথমতঃ আলোচনা করা হয়েছে, কিভাবে আমরা 'সময়ের' সদ্ব্যবহার করতে পারবো। তারপর আলোচনা করা হয়েছে আমাদের 'সামর্থ' সম্পর্কে—কিভাবে আমরা আমাদের সামর্থের বিষয়ে জানতে পারবো, এর উন্নতিসাধন করতে পারবো ও ঈশ্বরের গৌরবার্থে ব্যবহার করতে পারবো।

পাঠের খসড়া ঃ

সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারা।
- সময় সম্পর্কে কিছু কথা।
- কিভাবে সময় করে নিতে হবে।

সামর্থের বিনিয়োগ করতে পারা।
- সামর্থ সম্পর্কে কিছু কথা।
- নিজের মধ্যে যে সামর্থ আছে তা বুঝতে পারা।
- সামর্থের উন্নতি সাধন করতে পারা।
- সামর্থ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারা।

পাঠের লক্ষ্য ঃ

এই পাঠ পড়ার পর আপনি ঃ

★ আপনার মধ্যে যে সামর্থ আছে তা বুঝতে পারবেন, ও এর উন্নতি সাধন করবার পথও খুঁজে পাবেন।

★ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আপনার 'সময়' ও 'সামর্থ' উৎস্বর্গ করতে পারবেন।

আপনার জন্য কিছু কাজ ঃ

১। এই পাঠ আপনার জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। আপনার মধ্যে যে বুদ্ধি ও সামর্থ আছে তা আপনি বুঝতে পেরে ঈশ্বরের গৌরবের জন্য ব্যবহার করতে পারেন। খুব যত্ন সহকারে পাঠটি পড়ুন। পদগুলো ভালভাবে পড়ুন।

২। পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে সেগুলো আবার দেখে নিন। শিক্ষকের নির্দেশ অনুসারে উত্তর গুলো আপনার নোট বই'এ টুকে নিন। সমস্ত পাঠটি আবার ভালভাবে পড়ুন। তার-পর পাঠের শেষের পরীক্ষার উত্তর লিখে বই'এর শেষের দিকে দেওয়া উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিন।

৩। তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ পাঠ পর্যন্ত ভালভাবে পড়ে দ্বিতীয় ভাগের ছাত্ররিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের কাছে পাঠিয়ে দিন।

মূল শব্দাবলী ঃ

সামর্থ	রফা	বিনিয়োগ
প্রাধান্যের ক্রমপর্যায়	দৈনন্দিন	শিল্পকার
এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই	কৈফিয়ৎ	সুপ্ত প্রতিভা

পাঠের বিস্তারিত বিবরণ ঃ

সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারা ঃ

'সময়' সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

লক্ষ্য ১ ঃ 'সময়ের' বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কি ধরনের কাজ আমরা করতে পারি সেই সম্পর্কে বুঝতে পারা।

সময়ের বৈশিষ্ট্য ঃ

'সময়' কি অদ্ভূত প্রবাহ। চলছে তো চলছেই-এটি অনেকটা রাস্তার মত। কিন্তু 'সময়' ও রাস্তার মধ্যে অনেকটা পার্থক্য আছে। 'সময়' চলছে-এর শেষ নেই, কিন্তু রাস্তার এক সময় শেষ হয়ে যায়। রাস্তার মাঝপথে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু সময় কারো জন্য অপেক্ষা করেনা। রাস্তা দিয়ে সামনে এগিয়ে আমরা আবার পেছুতে পারি, কিন্তু সময় শুধু সামনের দিকেই এগিয়ে যায়-কখনই পেছনে ফেরা যায় না এর গতি শুধু সামনের দিকে। আমরা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলছি- ফেলে আসা দিনগুলোতে আর ফিরে যেতে পারি না। ছোট বেলায় যে গ্রামে বড় হয়েছি বুড়ো বয়সে সেই গ্রামে আবার আমরা ফিরে যেতে পারি, কিন্তু সেই ছোট বেলায়তো ফিরে যেতে পারিনা। মোট কথা— সময়কে আমরা ধরে রাখতে পারিনা। আমরা সব সময় যুবক থাকতে পারিনা, বৃদ্ধ হয়ে পড়ি, তারপর আস্তে আস্তে মৃত্যু আসে.....মৃত্যুর পর অনন্তকালে চলে যাই।

.....সামনে

পেছনে.....

.....

অতীত.....

.....ভবিষ্যৎ

.....

সময় খুব মূল্যবান সম্পদ। এত মূল্যবান যে কারো কাছ থেকে অন্যান্য জিনিষের মত আমরা তা কিনে নিতে পারি না। কোন কিছুর পরিবর্তে বা অনেক টাকা দিয়ে যদি সময় কেনা যেত, তাহলে এ জগতে অনেকেই তাদের ভবিষৎ জীবনের জন্য অনেক সময় কিনে রাখত। সময় একবার চলে গেলে—তা আমরা আর ফিরিয়ে আনতে পারিনা অথবা তখনকার কোন সুযোগও এখন আর গ্রহণ করতে পারিনা। সময় চলে গেলে আর ফিরিয়ে আনা যায়না। তাইতো কবি-গুরু রবীন্দ্র নাথ গেয়েছেন, "ফেলে আসা দিনগুলো মোর রইলো না, রইলো না"।

কখনও কখনও পরিস্থিতির উপরও 'সময়' নির্ভরশীল বলে মনে হতে পারে। শিক্ষকদের চেয়ে ছাত্রদের কাছে সময় অনেক বেশী দীর্ঘ। ঠিক তেমনিভাবে প্রচারকের চেয়ে শ্রোতৃ মণ্ডলীর কাছে সময় অনেক দীর্ঘ। অনন্তকাল ধরে মণ্ডলী থাকবে—কিন্তু একজন প্রচারক খুব অল্প সময়ই পাবেন প্রচার করবার—সময় তার কাছে খুবই কম।

আমাদের জীবন কাল ঃ

ঈশ্বরই নির্ধারণ করেন যে কতদিন এ জগতে আমরা থাকব। হিষ্কিয়ের জীবনকালের বিষয় ২ রাজাবলী ২০ ঃ ১-৬ পদ থেকেই অমরা এ বিষয় বুঝতে পারি। সুতরাং ঈশ্বরই আমাদের 'সময়ের' মালিক। আমাদের 'সময়' তো আমরা তাঁর কাছ থেকেই পাই। অথচ অনেকে অনেক সময় বলে থাকে, ঈশ্বরের জন্য দেবার 'সময়' তার কই!

জীবনের অধিকাংশ সময় আমরা কি করে কাটিয়েছি—ঈশ্বরের কাছে প্রত্যেককেই সে বিষয়ে হিসাব দিতে হবে। অনেকেই এরূপ বলে থাকে, "আরে যা—বুড়ো হয়ে প্রভু-প্রভু করবো"। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে সময় কাটিয়ে দেওয়া কি আর সারাটা জীবন তাঁর জন্য উৎসর্গের সময় সমান হয়? তা কখনই হতে পারেনা। আর সেই দস্যু যাকে যীশুর সাথে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল—ক্রুশ থেকেই কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রভুর দিকে যার মন ফিরে এসেছিল (লুক ২৩ ঃ ৪১-৪৩) তার সাথে কি আর পৌলের জীবনের তুলনা হতে পারে?

(২ তীমথিয় ৪ ঃ ৬-৮)। দুজনেই মুক্তি পেয়েছিল—প্রথম জন এ জগতে মাত্র কয়েকমিনিট সময় প্রভুর জন্য দিয়েছিল আর পৌল—সারাটা জীবন প্রভুর জন্য দৌড়েছেন। জীবনের শেষের কয়েকটা দিন নয় বরং সারাটা জীবনই প্রভুর জন্য দেই—প্রভু এটাই আমাদের কাছে চান।

যাত্রা পুস্তক ২০ ঃ ১২ ; ২৩ ঃ ৬ ; দ্বিঃ বিঃ ৩০ ঃ ২০ ; গীতসংহিতা ৯১ ঃ ১৬, হিতোপদেশ ৪ ঃ ১০ পদগুলোতে বলা হয়েছে যে, যারা তাঁর আজ্ঞা পালন করে ঈশ্বর এ জগতে তাদের আয়ুও অনেক বাড়িয়ে দেন। অন্যদিকে তিনি বলেন যে, তিনি দুষ্টদের আয়ু কমিয়ে দেন (১ শমুয়েল ২ ঃ ৩১-৩৩ ; হিতোপদেশ ১০ ঃ ২৭)।

১। সময়ের সদ্ব্যবহারের বিষয়ে নীচের কোন্ উক্তিটিতে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তা (√) টিক্ চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বুড়ো না হওয়া পর্যন্ত ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়ার এমন কিইবা গুরুত্ব আছে ?

খ) যেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকেই 'সময়' পেয়েছি, সেহেতু কিভাবে তাঁর দেওয়া সময় ব্যবহার করি, সে জন্য আমাদের হিসাব দিতে হবে।

গ) মানুষ সময় বাড়াতেও পারেনা, কমাতেও পারেনা, সুতরাং কিভাবে সময় ব্যবহার করতে হবে, সে বিষয়ে চিন্তা করবার কোন কারণ নেই।

২। 'সময়' কে ব্যাখ্যা করা যায়—

ক) একটা রাস্তার মত যার ওপর দিয়ে সামনে বা পেছনে যাওয়া যায়।

খ) একটি মূল্যবান সম্পদের মত আমরা যার মালিক।

গ) একটি মূল্যবান সম্পদের মত, ঈশ্বর যা আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

কিভাবে সময় করে নিতে হবে ঃ

লক্ষ্য ২ ঃ এমন কয়েকটি উপায় বেছে নিতে পারা, যেগুলি সময়ের সদ্ব্যবহার করতে আমাদের সামনের সকল বাধা-বিপত্তি দূর করতে পারে।

লক্ষ্য ৩ঃ এই পাঠে যে উদাহরণগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলির সাহায্যে আমাদের বিভিন্ন দায়িত্ব, সাপ্তাহিক সাক্ষাৎকারের তালিকা, দৈনিক কাজের তালিকা এবং যে কাজগুলো আমরা করতে পারি, সেগুলোর জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারা।

এখন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা বুঝতে পারছি যে, এ জগতে যে সময়টুকু আমরা বাঁচি, ঈশ্বর বিশ্বাস করেই সেই সময়টুকু আমাদের দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের জীবনের সমস্ত সময় তার নির্দেশ অনুসারেই পরিচালনা করতে হবে। (ইফিষীয় ৫ঃ১৬, কলসীয় ৪ঃ৫)। জীবনে তাঁর নির্দেশ স্পষ্টভাবে পালন করবার জন্য এই সময়টুকু যথেষ্ট নয় বলে অনেকে মনে করে থাকে। কিন্তু পবিত্র আত্মার শক্তিতে, বুদ্ধি ও বিবেচনা করে আমরা সময় করে নিতে পারি। যে কয়েকটা ঘন্টা আমাদের অফিসে বা কাজে চলে যায়, তা বাদ দিয়েও অন্য সময় আমরা প্রভুর কাজের জন্য ব্যয় করতে পারি। কিভাবে আমরা সময় করে নিতে পারি, এ বিষয়ে নিচে কিছু নির্দেশ দেওয়া গেল।

আপনার দায়িত্বগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন ঃ

আমরা দ্বিতীয় পাঠে-ঈশ্বরের জন্য, অন্যদের জন্য ও নিজেদের জন্য বিনিয়োগের বিষয় ও তৃতীয় পাঠে—লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়গুলো, প্রাধান্যের ক্রমপর্যায় ও পরিকল্পনার—বিষয় পাঠ করেছি। এবার আপনি এগুলো কাজে খাটাতে পারবেন অর্থাৎ আপনার ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বের কোনটিতে কতসময় প্রয়োজন, তা ঠিক করে নিতে পারবেন।

১। ঈশ্বরের জন্য 'সময়' দেওয়া। এটি আমাদের সব চেয়ে প্রধান দায়িত্ব। প্রাধান্যর ক্রমপর্যায়ের প্রথমেই এটিকে আমরা রাখতে পারি। যাত্রা পুস্তকের ২০ঃ৯-১০ পদে ঈশ্বর আমাদের এই ব্যবস্থাই দিয়েছেন—আমরা যেন আমাদের সময়ের সাত ভাগের একভাগ তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করি। ব্যক্তিগত আরাধনা করবার জন্যও কিছুটা সময় আমাদের দেওয়া দরকার। এ বিষয় আসুন আমরা মার্ক ১ঃ৩৫ পদ লক্ষ্য করি। এ ছাড়াও একাকী ঈশ্বরের সাথে কথা বলবার জন্য (নির্জন প্রার্থনা) এবং বাইবেল পড়বার জন্য আমাদের সময় করে

নিতে হবে। এগুলো যদি আমরা না করি তাহলে তাঁর দেওয়া সময় বৃথা নষ্ট করবার জন্য আমরা দায়ী থাকব এবং সেই সময় তাঁকে আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে। তা কি আর সম্ভব হবে? নিশ্চয় না—সময়তো ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ভাই ও বোনেরা—তাহলে আসুন তাঁর দেওয়া সময় তাঁর উদ্দ্যেশ্যে উৎসর্গ করতে, তালিকার প্রথমে রেখে, সেইমত এখন থেকে কাজ করে যাই।

৩। মার্ক ১ঃ৩৫ পদে যীশু আমাদের যে উদাহরণ দেখিয়েছেন, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে কিভাবে তা প্রয়োগ করতে পারি?

.....

২। অন্যদের জন্য সময় দেওয়া। কর্মব্যস্ত জীবনে সময়ের অভাব মাঝে মাঝে দেখা যায়। স্বামী-বা স্ত্রীর সাথে কিছুটা সময় থাকবার বা মত বিনিময় করবার সময়ও অনেকে পায় না। যেমন—ব্যবসায়ীরা সকালে তাদের ব্যবসার জায়গায় চলে যায়—কাজ শেষ করে সন্ধ্যার পর নূতন ব্যবসা পাবার আশায় ঘুরতে ঘুরতে প্রায় দুপুর রাতে ঘরে ফিরে আসে। স্ত্রী হয়ত তখন ঘর-সংসার ও বাচ্চাদের সামলিয়ে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমাদের অনেকের জীবন কি এভাবে চলছেনা? তাই কাজের মাঝেও আমাদের সময় করে নিতে হবে স্বামী বা স্ত্রীর সাথে দুটো কথা বলবার জন্য। আদি পুস্তক ২ঃ২৪ পদে বলা হয়েছে, স্বামী স্ত্রী একই দেহ। স্বামী-স্ত্রীর দুজনেরই দুজনার দরকার। অথচ এ ধরনের অনেক ঘটনা আছে যে একই ঘরে স্বামী-স্ত্রী দুজনার জীবন যেন সম্পর্কহীন দুজন নারী-পুরুষের মত। এভাবে জীবন চলতে চলতে এক সময় দুজন দুদিকে চলে যায় 'এক দেহ' পরিণত হয় দু'দেহে—অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে।

এর পরে ছেলেমেয়েদের জন্য আমাদের সময় করে নিতে হবে। ছেলে-মেয়েদের নিজেদের অনেক সমস্যা বা প্রয়োজন থাকে, যেগুলো কেবল মাত্র আমরাই পূরণ করতে পারি। তারা ভুল করতে পারে, বাজে ছেলেমেয়েদের সাথে আড্ডা দিতে পারে, এসব ক্ষেত্রে তাদের সাহায্য দরকার। তাদের দিকে লক্ষ্য দেবার জন্য আমাদের সময় করে নিতে হবে, যেন তাদের জীবনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের গৌরব হয়।

এরপর মণ্ডলীর ভাই-বোনদের জন্যও আমাদের সময় দিতে হবে। যেমন—এক সাথে ঈশ্বরের উপাসনায় যোগ দেওয়া, প্রার্থনা সভায় যোগ দেওয়া, ও বাইবেল পাঠে যোগ দেওয়া ইত্যাদি। এক কথায় মণ্ডলীতে সহভাগিতা রাখবার সময় আমাদের দিতেই হবে। খ্রীষ্টিয়ান ভাই-বোনদের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব রাখতে হবে। বিপদে-আপদে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে, দুঃখ দুর্দশায় আমাদের এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের মধ্যে থাকবে বন্ধুত্ব। শত কাজের মাঝেও এ সময় আমাদের করে নিতে হবে।

পরিশেষে বাইরের লোকদের জন্যও আমাদের সময় দিতে হবে। ঈশ্বরের কাজের জন্য কিছুটা সময় আমাদের ব্যয় করতে হবে। সহজ ভাষায় বলতে গেলে, প্রচার করে, সাক্ষ্য দিয়ে সময় ব্যয় করতে হবে ও এভাবেই অপরের জন্য কিছু সৎকাজ আমরা করতে পারি।

৩। নিজের জন্য সময় দেওয়া। এটি স্বার্থপর মূলক কথা বলে মনে হয়—তাই না? কিন্তু তবুও নিজেদের স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য বিশ্রাম, ব্যায়াম, মন হাল্কা রাখবার জন্য কিছু খেলাধুলা বা আনন্দস্ফূর্তির সময় আমাদের দিতে হবে। ভবিষ্যতে কি করব এবং কিভাবে আরও তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করতে পারি সেগুলোর জন্য নূতন পরিকল্পনা করবার সময় অবশ্যই আমাদের দিতে হবে এবং এভাবেই সবচেয়ে ভালভাবে তার সেবায় আমরা সময় নিতে পারি।

৪। আপনার নোট বইয়ের পৃষ্ঠা তিনভাগে ভাগ করুন ঃ ঈশ্বরের জন্য, অন্যদের জন্য, ও নিজেদের জন্য সময়ের ঘর আঁকুন। প্রতিটি ভাগে আপনার দায়িত্বগুলি লিখুন।

ঈশ্বরের জন্য সময়	অন্যদের জন্য সময়	নিজেদের জন্য সময়

এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করুন ঃ

কিভাবে এবং কখন আপনি আপনার দায়িত্বগুলি পালন করবেন, সেইজন্য ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই একটি তালিকা তৈরী করে ফেলেছেন। এই তালিকা অনুসারে কাজগুলো ঠিকমত করবার জন্য একটি ছোট নোট বই সব সময় পকেটে রাখতে হবে, ও প্রতিদিনের বিভিন্ন কাজের সময়, লোকজনদের সাথে দেখা করার সময়, প্রার্থনার সভার সময়, রোগী দেখতে যাওয়ার সময় ও প্রতিবেশীর খবরা-খবর নেওয়ার সময় লিখে রাখতে হবে ও সেইমত কাজ করে যেতে হবে। এগুলি লিখতে হয়ত দৈনিক আধা ঘন্টা সময় লাগতে পারে। তাছাড়া একটা ছোট নোট বই'এর দামই বা এমন কি? একজন খ্রীষ্টিয় পরিচর্যাকারী হিসাবে এই রকম একটি নোট বই ব্যবহার করার একান্ত প্রয়োজন। অপর পৃষ্ঠায় উদাহরণটি দেখুন—

● ● ●

মে	মে
সোমবার সন্ধ্যা ৮-০০ আধা ঘন্টা স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা। সন্ধ্যা ৮-৩০ সুব্রত অসুস্থ, তাকে দেখতে যেতে হবে।	**বৃহস্পতিবার** বিকাল ২-০০ হাতপাতালে রোগী দেখতে যেতে হবে। বিকাল ৭-০০ বড় ছেলের সাথে কিছু কথা বলতে হবে।
মঙ্গলবার সকাল ১০-০০ ইলেকট্রিক বিল দিতে যেতে হবে।	**শুক্রবার** সন্ধ্যা ৮-০০ উপাসনায় গান পরিচালনা করতে হবে।
বুধবার সন্ধ্যা ৮-০০ প্রার্থনা সভায় যেতে হবে।	**শনিবার** বিকাল ২-০০ প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছেলেমেয়েদের সাথে স্কুলে আসতে বলতে হবে।
	রবিবার সকাল ৮-০০ সাথে স্কুলের ক্লাশ নিতে হবে। সন্ধ্যা ৬-০০ গীর্জায় যেতে হবে।

কেউ হয়ত ভাবতে পারে যে খ্রীষ্টিয় কার্যকারীর এ ধরনের নোট বই ব্যবহার করায় এমন কি উপকার হবে? নিশ্চয়ই উপকার আছে। নিচে তিন ধরণের উপকারের বিষয়ে আলোচনা করা হল ঃ-

১। আপনার যদি বেশ কয়েকজনের সাথে দেখা করা বা অনেকগুলো বিশেষ কাজ করার কথা থাকে, তাহলে ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। নোট বই ব্যবহার করলে আপনি এ ধরনের ভুল থেকে রক্ষা পাবেন।

২। এভাবে সমস্ত কাজগুলো আগে থেকে নোট বই'এ লিখে রাখলে সেই সময়টি আপনি অন্য কোন দিকে দিতে পারবেন না এবং এভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর ক্ষতি হবেনা।

৩। এইভাবে চললে দায়িত্বগুলো ঠিকমত পালন করা যায় ও অনেক বেশী কাজ করবার সময় পাওয়া যায়।

প্রতিদিন নোট বই দেখতে হবে, এমন কি দিনের মধ্যে কয়েকবার দেখতে হতে পারে যে, কি কি কাজ, কখন, কার সাথে করতে হবে, ইত্যাদি। যে কাজটি করা হয়ে যাবে সাথে সাথে সেখানে একটি কাটা (×) চিহ্ন বসাতে হবে। এতে বুঝতে পারা যাবে যে কোন্ কাজগুলো করা হয়ে গেছে, আর কোন্গুলো করতে বাকী আছে।

৫। নোট বই'এ আগামী সপ্তায় 'কখন,' 'কার সাথে,' 'কি কাজ করতে হবে' সেগুলো লিখে রাখুন। এই পাঠে যে উদাহরণ দেওয়া আছে তা লক্ষ্য করুন।

প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্দিষ্ট করুন ঃ

অনেকে ভাবতে পারে যে, প্রতিদিনের খুঁটিনাটি কাজ যেমন—প্রার্থনা করা, গীর্জায় যাওয়া ইত্যাদি, নোট বই'এ লেখার দরকার নেই। হয়ত তা ঠিক, তবুও একটি নির্দিষ্ট দিনে যে কাজগুলি আপনি সাধারণতঃ করে থাকেন, অন্তত তার একটি তালিকা আপনার করে রাখা উচিত, যাকে আমরা দৈনিক কাজের তালিকা বলতে পারি। এটি করলেও যথেষ্ট উপকারে আসবে। এর দ্বারা প্রতিদিন কখন কি কাজ

আপনাকে করতে হবে, তা আপনি স্মরণ করতে পারবেন। অন্য লোকেরাও আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে যে, আপনি কখন কি কাজে ব্যাস্ত থাকেন। —তা না হলে আপনি হয়ত প্রার্থনা সভায় যাচ্ছেন আর তখন দেখা যাবে যে বেশ কয়েকজন অতিথি আপনার ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছে।

একজন সাধারণ বিশ্বাসী যিনি বাইরে চাক্‌রী করেন বা একজন খ্রীষ্টিয়ান গৃহিনীর জন্য নিচে এই ধরনের একটা দৈনন্দিন তালিকার নক্‌সা দেওয়া গেল। অবশ্য দেশ, সময় ও রুচিট অনুসারে এর এক-আধটু রদ বদলও হতে পারে।

একজন চাকুরী জীবির দৈনন্দিন কাজের তালিকা ঃ

৬ ঃ ০০ ঘুম থেকে ওঠা।
৬ ঃ ৩০ প্রার্থনা করা।
৭ ঃ ০০ নাস্তা খাওয়া।
৭ ঃ ১৫ কাজে বাইরে যাওয়া।
৮ ঃ ০০ কাজ শুরু করা।
১২ ঃ ৩০ স্নান।
১ ঃ ০০ আহার।
১ ঃ ৩০ কাজে ফিরে যাওয়া।
৫ ঃ ০০ বাড়ী ফেরা।
৫ ঃ ৩০ খেলাধুলা/বাচ্চাদের সাথে সময় কাটান।
৬ ঃ ৩০ প্রার্থনা সভায় যাওয়া/বেড়ানো।
৮ ঃ ০০ আহার।
৯ ঃ ০০ কিছু পড়াশুনা।
১০ ঃ ০০ প্রার্থনা ও বিশ্রাম।

একজন গৃহিনীর দৈনন্দিন কাজের তালিকা ঃ

৬ ঃ ০০ ঘুম থেকে ওঠা ও নাস্তা তৈরী করা।
৭ ঃ ০০ নাস্তা খাওয়া।
৭ ঃ ৩০ বাচ্চাদের নিয়ে প্রার্থনা ও স্কুলে যাওয়া।
৮ ঃ ৩০ ঘরের কাজ, সেলাই ইত্যাদি।
১০ ঃ ০০ রান্না।
১২ ঃ ৩০ স্নান।
১ ঃ ০০ আহার।
১ ঃ ৩০ ধোয়া মোছা।
২ ঃ ৩০ গৃহস্থলী।
৩ ঃ ৩০ বেড়ানো।
৫ ঃ ০০ বাড়ী ফেরা।
৫ ঃ ৩০ রান্না।
৮ ঃ ০০ আহার।
৯ ঃ ০০ ধোয়া মোছা।
১০ ঃ ০০ প্রার্থনা ও বিশ্রাম।

৬। দৈনন্দিন কাজের তালিকা নোট বই'এ লিখে রাখতে হবে। উপরে যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে, সেভাবে আপনিও একটি তালিকা তৈরী করতে পারেন। সব সময় সবার কাজের ধরণ তো আর একরকম হয়না। একটু এদিক ওদিক হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই যার যার সুবিধামত তার দৈনন্দিন তালিকা তৈরী করা দরকার। যাহোক, দায়িত্ব ঠিকমত পালন করবার জন্য এ ধরনের তালিকা করে নিলে দেখবেন কাজ করবার যথেষ্ট সময় পাচ্ছেন—সময়ের আর অভাব হবে না। নিশ্চয়ই এর মধ্যে আপনি এ ধরনের একটি দৈনন্দিন কাজের তালিকা তৈরী করেছেন। পাঠের মধ্যকার ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় যে তালিকাটি আপনি প্রস্তুত করেছেন সেটিই এজন্য ব্যবহার করতে পারবেন।

কাজের তালিকা তৈরী করুন ঃ

আগামীকাল কি কি কাজ করতে হবে, সেগুলোর জন্য একটি তালিকা তৈরী করলে আমাদের কাজগুলো ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করতে যথেষ্ট সময় হাতে পাওয়া যাবে, এবং কাজগুলোও ঠিকমত করা হবে। বিশেষ করে যারা স্বাধীনভাবে কাজ করেন তাদের জন্য খ্রীষ্টিয় কার্যকারীদের জন্য ও গৃহিনীদের জন্য এ ধরনের দৈনিক কাজের তালিকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পরের দিন কি কি কাজ করতে চান, সেগুলোর জন্য প্রতিদিন একটি তালিক তৈরী করে নেবেন। অনেকে একটা সাধারণ তালিকা ব্যবহার করেন আবার কেউ কেউ এমন ধরনের তালিকা পছন্দ করেন যেখানে বিভিন্ন বিষয়কে পৃথক পৃথক ভাবে সাজান হয়েছে। বিভিন্ন বিষয়গুলিকে পৃথকভাবে সাজান এমন একটি তালিকার নমুনা নিচে দেওয়া হোল ঃ

চিঠি লেখা ঃ পাস্টার সুশান্ত সরকারের কাছে। মিঃ তালুকদারের কাছে। মায়ের কাছে।	**গৃহ পরিদর্শণ ঃ** মিঃ অমর বালা। মিঃ যতীন বৈদ্য। মিসেস বৈরাগী।
কেনা-কাটা ঃ বাচ্চার দুধ। স্ত্রীর জন্য ওষুধ।	**দেনা-পাওনা ঃ** ঘর-ভাড়া দিতে যেতে হবে। চালের দোকানের টাকা দিতে হবে।

এভাবে কাজের তালিকা তৈরী করে নিলে আপনার কাজগুলো অবশ্যই সুসম্পন্ন হবে। এভাবে আমরা করি না বলেই কারো কাছে দেরিতে চিঠি লেখার জন্য ক্ষমা চাইতে হয় অথবা কারো অসুখ হয়েছে শুনে যখন দেখতে যাই তখন গিয়ে দেখি যে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে অথবা শেষ মুহূর্তে ইলেকট্রিক বিল দেবার জন্য আমাদের মত যারা দেরী করে ফেলছে, তাদের সংগে লম্বা লাইনে দাড়াতে হয়, ইত্যাদি। অন্যদিকে, আমরা আমাদের কাজগুলো যদি ভাগ করে নেই, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো প্রথমে করে নিতে পারি, ও যখন যা করার তখন তা করে ফেলতে পারি। এগুলো করি না বলেই বাজার করে এসে আমাদের আবার বাজারে ফিরে যেতে হয়, আরেকটা জিনিষ কিনতে।

৭। আপনার নোট বই'এ বা একটা পৃথক কাগজে যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলো লিখে নিন। এর মধ্যে যেগুলি একসাথে করতে পারবেন বলে মনে করেন সেগুলিকে উপরের উদাহরণের মত এক একটি অংশে তালিকাবদ্ধ করুন।

৮। ছেলের খেলনা কিনবার জন্য সন্তোষ বাবু ছেলেকে নিয়ে বাজারে গেলেন। বাজার করতে করতে হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল—আহা! "আজ সন্ধ্যায়তো মতিয়াখালি প্রার্থনা সভা ছিল।" ভবিষ্যতে কিভাবে চললে এই ধরণের সমস্যা এড়ানো যাবে? টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্দিষ্ট করে।
খ) যে কাজগুলো করতে হবে সেগুলোর জন্য একটা তালিকা তৈরী করে।
গ) এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করে।

সব কিছু সময়মত করুন ঃ

যিনি ঘড়ি আবিষ্কার করেছেন, এ জগতের অনেক লোকই তাকে মাঝে মাঝে গালি দিয়ে থাকে। ঘড়ি না থাকলে দেরী করে অফিসে গেলে কৈফিয়ৎ দিতে হত না—ইত্যাদি। তাদের ধারণা এই ঘড়িই আমাদের দাস বানিয়েছে। এরাই সব সময় অফিসে দেরী করে আসে ও অন্যান্য কাজের জন্য ঠিকমত সময় করে নিতে পারে না। এর ফলে এদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসমাপ্ত থেকে যায়।

যীশু খ্রীষ্টকে জানবার আগে 'দেরী হওয়াটা' আমাদের কাছে হয়ত এমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আমরা ভাবতাম ঈশ্বরের সাথে একটা রফায় আসার জন্য অনেক সময়ইত পড়ে আছে। কিন্তু আমাদের অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে, ঈশ্বর সব কিছু সময় মতই করে থাকেন (গালাতীয় ৪ঃ ৪, তীত ১ঃ ২-৩)। যীশুও সব কাজ সময়মত করেছিলেন, এবং তিনি চান, যারা তাঁর কথা শোনে, তারাও যেন তাদের সমস্ত কাজ সময়মত করে (লূক ২২ঃ ১৪, যোহন ৭ঃ ৬)।

আমরা আমাদের সময়ের ধনাধ্যক্ষ—সেজন্য আমাদের সব কাজ ঠিক সময়ে করতে হবে। কারো সাথে বিশেষ সময়ে দেখা করার বা কাজের কথা থাকলে তা সময়মত ও ঠিকমত পালন করতে হবে এবং তাতে সে লোকেরাও ভাববে যে, তাদের বিষয় আমরা বিবেচনা অথবা চিন্তা করে থাকি। যেমন—কোন একজন ভদ্রলোককে আপনি যদি একটি নির্দিষ্ট দিনে সকাল দশটায় দেখা করতে বলেন, আর আপনি সাড়ে দশটায় তার সাথে দেখা করেন, তাহলে আপনি তার আধা ঘন্টা সময় নষ্ট করলেন। একজন কর্মচারী সব সময় চেষ্টা করে ঠিক সময় মত কাজে আসতে। আপনারও উচিৎ সময় মত সভা মিটিং শুরু করা বা লোকের সংগে সময় মত দেখা করা।

অপেক্ষা করার সময়টুকুও কাজে লাগান ঃ

আপনি যখন টার্মিনালে লঞ্চের জন্য অপেক্ষা করছেন, বা কারো সাথে দেখা করতে অপেক্ষা করছেন, এমন কি বাসে, ট্রেনে বা লঞ্চে

কোথাও যাচ্ছেন, সেই সময় নিছক বসে না থেকে বা অন্যদের বাজে আলাপে মন না দিয়ে এই পাঠ্যক্রমের একখানা বই বা খ্রীষ্টের উপর লেখা কোন বই পড়ে সময় কাটাতে পারেন। ভাল কোন বই হাতের কাছে না থাকলে এমন কোন চিন্তা করে সময় কাটাতে পারেন, যা আপনার পক্ষে মংগলজনক। পাশের লোকের কাছে খ্রীষ্টের কথা বলেও এ সময়টুকু ব্যয় করতে পারেন। কোন কিছুর জন্য বা কারো জন্য যখন আমরা কিছুটা সময় অপেক্ষা করছি, সেই সময়টুকু আমরা এভাবে কাজে লাগাতে পারি। ফেলে আসা সময়তো আর আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি না—তাছাড়া 'সময়ের' ধনাধ্যক্ষ হিসাবে কয়েকটা মিনিটও আমাদের নিছক কাটিয়ে দেওয়া উচিৎ নয়।

৯। অপেক্ষা করার সময়টুকু আপনি কিভাবে কাজে লাগাতে পারেন, আপনার নোট বই'এ তা লিখে নিন।

সামর্থের বিনিয়োগ করতে পারা ঃ

সামর্থ সম্পর্কে কিছু কথা ঃ

লক্ষ্য ৪ ঃ মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে সামর্থের উপযুক্ত ব্যবহার সম্পর্কে কি শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, তা বুঝতে পারা।

দ্বিতীয় পাঠে যে বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে যীশু এক মনিবের গল্পের মধ্যে দিয়ে আমাদের সেই শিক্ষাই দিয়েছেন। আর তা হোল এই যে আমরা প্রতিজনই ঈশ্বরের ধনাধ্যক্ষ। মোটামুটি ভাবে আমরা তিনটি দিক তাঁর এই গল্পের মধ্যে দেখতে পাই। যেমন ঃ—(ক) মনিব হচ্ছেন ঈশ্বর (খ) কর্মচারী হচ্ছি আমরা প্রতিজন এবং (গ) মুদ্রাগুলো হচ্ছে আমাদের যোগ্যতা বা সামর্থ।

যীশুর এই গল্পটি আমাদের চারটি বিষয় শিক্ষা দেয় ঃ

১। মনিব যেমন কর্মচারীদের প্রত্যেককে কিছু পরিমাণ মুদ্রা দিয়েছিলেন, তেমনি ঈশ্বরও আমাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু যোগ্যতা বা সামর্থ দিয়েছেন। মনিবের লাভের জন্য যেমন

সেই মুদ্রাগুলো কর্মচারীরা ব্যবহার করেছিল, সেইভাবে আমাদের যোগ্যতা ও সামর্থগুলি ঈশ্বরের গৌরব ও মহিমার জন্য ব্যবহার করতে হবে।

২। প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তি থেকে আলাদা। কেউ হয়ত অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী, আর একজন কিছু কম ক্ষমতার অধিকারী। কেউ কেউ বিশেষ যোগ্যতার অধিকারী হয়, আবার অন্যরা সাধারণ মানের যোগ্যতা সম্পন্ন হয়। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে আমাদের প্রত্যেকের যোগ্যতা একরকম নয়। আমাদের যার যেমন যোগ্যতা তিনি দিয়েছেন, সেইমত কাজও তিনি আমাদের কাছ থেকে আশা করেন।

৩। কর্মচারীদের প্রত্যেকে যেমন মনিবের দেওয়া মুদ্রাগুলো বিনিয়োগ ক'রে মনিবকে লাভ দেখাবার জন্য দায়ি ছিল, ঈশ্বরও ঠিক তেমনি ভাবে চান, আমরা যেন তাঁর দেওয়া যোগ্যতা ও সামর্থগুলি তাঁর পরিকল্পনা অনুসারে বিনিয়োগ করে তাঁকে লাভ দেখাতে পারি।

৪। ফিরে আসার পরে মনিব প্রত্যেক কর্মচারীর কাছ থেকে হিসাব নিয়েছিলেন—তার দেওয়া মুদ্রা যে কর্মচারীরা বিনিয়োগ করেছিল, তিনি তাদের পুরস্কার দিয়েছিলেন কিন্তু যে বিনিয়োগ করেনি, মনিব তাকে শাস্তি দিয়েছিলেন। ঠিক তেমনিভাবে ঈশ্বর আমাদের যে যোগ্যতা দিয়েছেন সেগুলো কিভাবে বিনিয়োগ করেছি, একদিন তার হিসাব আমাদের দিতে হবে।

কোন কোন লোকের বিশেষ বিশেষ গুণ বা যোগ্যতা আছে যেমন—খুব ভাল লিখতে পারা, ভাল গান গাইতে পারা, ভাল খেলতে পারা বা ভাল বক্তৃতা দিতে পারা, ইত্যাদি। আবার জন্ম থেকেই কেউ কেউ খুব আলাদা গুণ নিয়ে এসেছেন। বড় বড় লেখক, কবি বা শিল্পীদের যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে, কিভাবে এই যোগ্যতা তারা পেয়েছেন, সম্ভবতঃ অনেকেই জবাব দেবেন, কতকাংশে অক্লান্ত পরিশ্রম, চেষ্টা ও অভ্যাসের ফলে ; ও কতকাংশে ঈশ্বরের দান হিসাবে।

১০। মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে যোগ্যতা ও সামর্থ ব্যবহারের বিষয় যে যে শিক্ষা যীশু আমাদের দিয়েছেন, নীচের কোন্ উক্তিগুলোর সাথে সেগুলোর সামঞ্জস্য আছে, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদের মত, কম যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরও তাদের যোগ্যতা বা সামর্থগুলি বিনিয়োগ করতে হবে।

খ) যোগ্যতা কম থাকুক বা বেশী থাকুক প্রত্যেকের যোগ্যতার উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হওয়া উচিত।

গ) খুব কম লোকেরই যোগ্যতা বা সামর্থ আছে।

ঘ) যোগ্যতা ও সামর্থ কিভাবে বিনিয়োগ করা হচ্ছে—সেজন্য ঈশ্বরের কাছে আদৌ কোন হিসাব দিতে হবে কিনা, তা চিন্তা বিবেচনা করবার স্বাধীনতা মানুষের আছে।

ঙ) প্রত্যেকের একই যোগ্যতা বা সামর্থ আছে।

১১। মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদে দেওয়া গল্পটির মধ্যে মনিব, কর্মচারী ও মুদ্রাগুলো দিয়ে আমাদের কোন্ তিনটি বিষয় বুঝান হয়েছে।

ক) ঈশ্বর, মানুষ এবং কর্মচারীরা।

খ) কর্মচারীরা, পরিচর্যাকারীগণ এবং মালিক।

গ) ঈশ্বর, মানুষ এবং সামর্থ বা যোগ্যতা।

ঘ) মালিক, মুদ্রা এবং যোগ্যতা।

নিজের মধ্যে যে সামর্থ আছে, তা বুঝতে পারা ঃ

লক্ষ্য ৫ ঃ নিজেদের মধ্যে যে সামর্থ আছে তা বুঝবার জন্য এই পাঠে যে উপায়গুলো আছে সেগুলো অনুসরণ করতে পারা।

অনেকে ভেবে থাকেন যে, তাদের কোন যোগ্যতা নেই। প্রভুর জন্য কিছু করার যোগ্যতা তাদের নেই, তাই তারা খুব দুঃখিত। কিন্তু যীশু আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, কিছু করতে পারেনা এমন অক্ষম আমাদের মধ্যে কেউই নেই। অন্য ভাবে আবার তিনি বলেছেন যে, প্রত্যেকেই কম বেশী হোক কিছু না কিছু দান পেয়েছে। আসল ঘটনা হোল, আমাদের ভিতরে কোন যোগ্যতা আছে কিনা, কখনও আমরা তা খুঁজে দেখিনা। আমাদের ভিতরে অনেক ভাল যোগ্যতা হয়ত সুপ্ত

আছে·····ব্যবহৃত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। যদি আপনি এ ধরণের সমস্যায় থেকে থাকেন, তাহলে নীচের উপায়গুলোর মাধ্যমে আপনার ভেতরের যোগ্যতা বুঝতে পারবেন।

১। **ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করুন ঃ** আমরা তৃতীয় পাঠে পড়েছি যে, আমাদের প্রত্যেকের জীবন নিয়ে ঈশ্বরের একটি বিশেষ পরিকল্পনা আছে। নিঃসন্দেহে তাহলে বুঝতে পারি যে, তাঁর পরিকল্পনা সফল করার জন্য প্রত্যেককে তিনি কিছু না কিছু যোগ্যতা দিয়েছেন। আসুন—আমরা তাঁকে জিজ্ঞেস করি—তাহলে নিজেদের ভেতরের যোগ্যতা বুঝতে তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন। আর তাঁর ইচ্ছানুসারে আমাদের যোগ্যতা বিনিয়োগ করে এ জগতে আমরা তাঁকে গৌরবান্বিত করতে পারবো।

"আমার মধ্যে কোন যোগ্যতাই নেই," এই কথা ভাবতে ভাবতে এক ভদ্র মহিলা একবার খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তার সমস্যাটি প্রভুর কাছে নিবেদন করলেন, হঠাৎ তার মনে পড়ল, "হ্যাঁ—আমি তো খুব ভাল কেক্ বানাতে পারি।" আর পরের দিনই তিনি সাণ্ডে স্কুলের শিক্ষয়িত্রীদের ও ছেলে-মেয়েদের তার বাসায় চায়ের নেমন্তন্ন করলেন। সাথে পাড়ার ছেলে-মেয়েদেরও ডেকে সবাইকে একসাথে খাওয়ালেন। সেখানে বাচ্চাদের একটা ছোট পার্টি হোল। সাণ্ডে-স্কুলের এক শিক্ষয়িত্রী বাচ্চাদের প্রভুর প্রশংসা গান শেখালেন, বাইবেলের গল্প তাদের শেখালেন। ঐ ভদ্র মহিলা তারপর থেকে প্রায়ই সাণ্ডে-স্কুলের বাচ্চাদের ও শিক্ষয়িত্রীদের ডেকে এনে এমনি করতেন। কয়েক বছর পর ভদ্র মহিলার ঐ বাড়ীটা একটা প্রচার কেন্দ্রে পরিণত হোল।

২। **চারিদিকে লক্ষ্য করুন ঃ** আপনি যদি আপনার চারিদিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখতে পাবেন, আপনার মণ্ডলীতে, আপনার প্রতিবেশীদের মধ্যে, অনেক কিছু করবার প্রয়োজন রয়েছে। একটু চিন্তা করলে কিভাবে কি করলে ভাল হয়, সেজন্য অনেক সুযোগও আপনি পেয়ে যাবেন। আর এই সুযোগগুলোই হচ্ছে, নিজের মধ্যে যে যোগ্যতা আছে তা বুঝতে পেরে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার একটি পথ। উদাহরণ স্বরূপ—ছেলে-মেয়েদের জন্য কি করা যায়, এ বিষয় চিন্তা করতে করতেই রবার্ট রেইকস্ সর্বপ্রথম সাণ্ডে-স্কুল শুরু করেন, তেমনিভাবে রবার্ট বেডেন পাওয়েলও সর্বপ্রথম বয়-স্কাউট শুরু করেন।

৩। **নূতন কিছু করবার চেষ্টা করুন ঃ** কথায় কথায় সাধারণতঃ লোকে বলে থাকে, "ঝুঁকি না নিলে কি আর নদী পার হওয়া যায় ?" এর অর্থ হোল হোক বা না হোক—নূতন ধরণের কিছু করবার জন্য আপনার যোগ্যতা ও সামর্থ খাটান। আশি বৎসর বয়সে এক বুড়ি তৈল-চিত্র অংকন শিখে কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবী বিখ্যাত তৈল-চিত্র শিল্পী হয়েছিলেন। কত বছর ধরে এই মহিলা ঘুমন্ত যোগ্যতা নিয়ে ঘুরেছেন। আমার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এই পাঠ্যক্রম লিখবার জন্য আমাকে শুধু নদী পার হতে হয়নি এক সাগর পেরিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছি। লিখবার আগ্রহ ছোটবেলা থেকেই আমার ছিল, কিন্তু বিশ বছর আগেও আমি ভাবতে পারিনি যে, এই বইটি আমি লিখতে পারবো।

কোন কিছু করতে আপনার কি বিশেষ আগ্রহ আছে ? সাহস করুন, কি জানি হয়ত এই বিশেষ কাজ করার জন্য ঈশ্বর আপনাকে যোগ্যতা দিয়েছেন।

১২। এই পাঠে যে উপায়গুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো অনুসরণ করে কে কে তাদের নিজেদের যোগ্যতা বা সামর্থ বুঝতে পেরেছে তা টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) এমন কোন যোগ্যতা সৌমেন খুঁজে পাচ্ছেনা, যা বিনিয়োগ করে সে প্রভুর গৌরব করতে পারে। এ বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করতে করতে

হঠাৎ তার মনে হোল—দালান গাঁথার কাজতো সে জানে। গীর্জা-ঘরের দেওয়াল ভেংগে পড়েছে—তাই দেয়ালের কাজ করে দিতে সে মনস্থির করলো।

খ) মেরী গান খুব পছন্দ করে। সে যদি ভাল গাইতে পারত, তাহলে কি চমৎকারই না হোত। পালক বাবু সাণ্ডে-স্কুলের ছেলে-মেয়েদের গান শেখাতে সাহায্য করবার জন্য মেরীকে অনুরোধ করলেন কিন্তু মেরী রাজী হোলনা। যেহেতু সে খুব ভাল গাইতে পারেনা, তাই ভাবছে, যদি কোথাও একটু ভুল হয়ে যায় তাহলে অন্যদের সামনে তাকে লজ্জা পেতে হবে।

গ) সুভাষ জানতে পারলো যে তাদের মণ্ডলীতে ১২ থেকে ১৫ বছরের ছেলে-মেয়েদের জন্য সাণ্ডে-স্কুলের কোন বন্দোবস্ত নেই। এই বিষয়ে স্থানীয় পালকের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিল, আগামী শুক্রবার থেকে এই বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য সে সাণ্ডে-স্কুল চালাবে। অল্প দিনের মধ্যেই দেখা গেল, তার ক্লাশে অনেক ছাত্র-ছাত্রী হয়েছে।

১৩। আপনার মধ্যে হয়তো কোন সুপ্ত প্রতিভা আছে। কি ধরণের প্রতিভা আছে কখনও কি তা খুঁজে দেখেছেন? আপনার নোট বই'এ নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

ক) ঈশ্বর আমাকে যে যোগ্যতা দিয়েছেন, তা বুঝবার জন্য কখনও কি তাঁর কাছে প্রার্থনা করেছি?

খ) আমার পাড়ায় বা মণ্ডলীতে কোন কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা, কখনও কি তা খোঁজ নিয়ে দেখেছি? কল্যাণকর বা ভাল কিছু করবার কোন সুযোগ কি আমার আছে?

গ) এমন কি কি নূতন কাজ করতে আমি আগ্রহী যেগুলো চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে?

সামর্থের উন্নতি সাধন করতে পারা ঃ

লক্ষ্য ৬ ঃ সামর্থের উন্নতি সাধন করতে ও তা প্রভুর উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে পারা।

সামর্থের উন্নতি সাধন একান্ত প্রয়োজন ঃ

কিছু না কিছু করবার মত যোগ্যতা প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু কেউ যদি এই যোগ্যতা বা সামর্থ বিনিয়োগ না করে, তাহলে কিভাবে এর উন্নতি সাধন হবে, বরং যতটুকু রয়েছে তাও ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকবে (মথি ২৫ ঃ ২৮)। অকর্মন্য দাসটির কিছু যোগ্যতা বা সামর্থ ছিল, আর সেজন্যই তার প্রভু তাকেও কিছু তালন্ত বা মুদ্রা দিয়েছিলেন। আপনার কিছু যোগ্যতা আছে। ঈশ্বরই এ যোগ্যতা আপনাকে দিয়েছেন। তিনি চান আপনি এগুলির উন্নতি সাধন করেন।

সামর্থের উন্নতি সাধন সম্ভব ঃ

দুভাবে আমরা আমাদের যোগ্যতার উন্নতি সাধন করতে পারি। প্রথমতঃ অন্যদের অনুসরণ করে। যেমন, যারা কোন কিছু খুব ভালভাবে করতে পারে, তাদের কাজের পদ্ধতি খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে হবে বা শুনতে হবে যে, কিভাবে তারা তাদের উন্নতি সাধন করছে। তারপর ঠিক সেই মত করতে হবে। তাছাড়া, পরিপূর্ণ জ্ঞান ও যোগ্যতা নিয়ে পৃথিবীতে কেউই আমরা আসিনি, সুতরাং, অন্যদের কাছ থেকে আমাদের শিখতে হবেই। অন্যভাবে বলতে গেলে শিখবার ক্ষমতা নিয়ে আমরা এ জগতে এসেছি। অন্যদের হাটতে ও কথা বলতে দেখে একটা বাচ্চাও সেইভাবে একটু একটু হাটতে ও কথা বলতে শুরু করে। একটু একটু করেই বাচ্চার উন্নতি হতে থাকে। এক সময়ে দেখা যায় বাচ্চাটি দৌড়াচ্ছে আর সব কথাই বলতে পারছে। একইভাবে কোন কিছু করবার জন্য আমাদের যোগ্যতাগুলির অনুশীলন করে এক সময়ে দেখা যাবে যে ভালভাবেই তা আমরা করতে পারছি। উদাহরণ স্বরূপ— আপনি কি একজন শিক্ষক হতে চান? একজন শিক্ষক কিভাবে শিক্ষা দেন ; তাকে অনুসরণ করুন। আপনি গিটার বাজানো শিখতে চান? কিভাবে গিটার বাদক গিটার বাজিয়ে থাকেন, খুব মনযোগ দিয়ে শুনুন, লক্ষ্য করুন, এবং নিজে সেইভাবে অভ্যাস করুন। এভাবে আপনি স্বরলিপি অভ্যাস না করেও বাজাতে শিখতে পারেন। প্রথম প্রথম তো

আর ভালভাবে বাজাতে পারবেন না—তা হতাশ হয়ে পড়বেন না যেন! অভ্যাস করতে থাকুন। এক সময়ে আপনিও একজন ভাল গিটার বাদক হতে পারবেন।

দ্বিতীয়তঃ যে বিষয় আমরা শিখতে চাই অর্থাৎ আমাদের যোগ্যতার উন্নতি সাধন করতে চাই, সেই বিষয়ে কোন স্কুল থেকে একটি পাঠ্যক্রম ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা লাভ করে আমাদের যোগ্যতার উন্নতি সাধন করতে পারি। এমনও হতে পারে যে, যে বিষয় আপনি শিক্ষা নিচ্ছেন, আগে থেকে সে বিষয়ে আপনার কোন অভ্যাস নেই। এতে অবশ্য কিছু বেশী সময় লাগবে। তবে যে বিষয় শিখবার জন্য আপনি স্থির করেছেন, সেই বিষয় যদি ভবিষ্যতে ব্যবহার করবার চিন্তা না থাকে, তাহলে তা শিখার কোন অর্থই হয়না। এতে ঈশ্বরের দেওয়া সময়ের অপচয় করা হবে মাত্র। যোগ্যতার অভ্যাস করলে তাতে যোগ্যতার উন্নতি সাধন হবে এবং তা ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করবে। তাঁর গৌরবের জন্য কোন বিশেষ যোগ্যতার উন্নতি সাধনে আপনাকে যদি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, তাও করুন। ঈশ্বর আমাদের কাছে তা-ই চান।

১৪। সামর্থ বা যোগ্যতার উন্নতি সাধন করবার প্রয়োজনীয়তা বা গুরুত্ব যদি কাউকে বোঝাতে হয় তাহলে নীচের কোন্ শাস্ত্রাংশ সবচেয়ে উপযোগী হবে, টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) যাত্রা পুস্তক ৩১ ঃ ১-১১ গ) ১ পিতর ৪ ঃ ১০

খ) মথি ২৫ ঃ ২৮

সামর্থ ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা ঃ

অনেকে তাদের যোগ্যতা মন্দ কাজে ব্যবহার করে থাকে। কেউ কেউ কেবল নিজেদের স্বার্থে এগুলি খাটায় কিন্তু যারা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নিজেদের যোগ্যতা উৎসর্গ করতে পারছেন তারা কতই না সুখী! ঈশ্বর কি আপনাকে খুব মধুর কণ্ঠস্বর দিয়েছেন? তাঁর গৌরবের জন্য তা ব্যবহার করুন। আপনি কি একজন রাজ মিস্ত্রী? গীর্জাঘর তৈরী বা মেরামতে ব্যবহার করে আপনার যোগ্যতা তাঁর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করুন।

১৫। এমন কি কি যোগ্যতা আপনার আছে যেগুলো আপনি ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করতে পারেন ?

....

আমেরিকার একজন খ্রীষ্টিয়ান যুবক দেখতে পেল যে তার দেশে বাস বা গাড়ীর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের প্রচার পত্র লাগানো, কিন্তু কোথাও খ্রীষ্টের বিষয় কোন প্রচার পত্র লাগানো নাই। তখন সে স্থির করল, খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার পত্র তৈরী করে বাস, গাড়ীতে লাগিয়ে, ঈশ্বরের কাজে তার যোগ্যতা খাটাবে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ! শাস্ত্রের বিভিন্ন পদ নিয়ে বিভিন্ন প্রচার পত্র তৈরী করে সে লাগাতে শুরু করল। এভাবে সে পুরোপুরি এই কাজেই লেগে গেল। এই যুবকই আজ খ্রীষ্টিয় প্রচার পত্র তৈরীর বিশ্ববিখ্যাত একজন ব্যবসায়ী।

প্রেরিত ৯ ঃ ৩৬ পদে দর্কা—মহিলাদের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। হাজার হাজার খ্রীষ্টিয়ান মহিলাদের তিনি প্রভুর কাছে তাদের যোগ্যতা বিনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করেছেন। তাদের হাত, সূচ সূতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র বিষয় আমাদের জন্য কল্যাণকর হয়েছে এবং ঈশ্বরের রাজ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। ঈশ্বর চান এভাবে আমরা যেন আমাদের যোগ্যতাগুলি বিনিয়োগ করি বা কাজে খাটাই (১ পিতর ৪ ঃ ১০)।

ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যারা তাদের যোগ্যতা বিনিয়োগ করতে চায়, তিনি তাদের আরও বিশেষ যোগ্যতা দিতে পারেন। তিনি তাদের অলৌকিক জ্ঞান ও দক্ষতা দিতে পারেন। যাত্রা পুস্তক ৩১ ঃ ১-১১, এবং ৩৫ ঃ ৩০-৩৬ ঃ ১ পদে আমরা দেখতে পাই যে, দু'জন ইস্রায়েলী শিল্পকারদের প্রভু কিভাবে পবিত্র আত্মায় পূর্ণ করেছিলেন। আমরা যদি এভাবে প্রভুর কাছে চাই তাহলে, আমরাও একইভাবে আশীর্বাদযুক্ত হতে পারি।

১৬। গীর্জাঘরের ইলেকট্রিকের সমস্ত লাইন করে দিয়ে শিম্‌শন তার যোগ্যতা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করতে চায়। এর অর্থ শিম্‌শনকে ঃ-

ক) ইলেকট্রিকের কাজ শিখবার জন্য টেক্‌নিক্যাল স্কুলে ভর্তি হতে হবে।
খ) ইলেকট্রিকের কাজ কিভাবে করতে হয়, তা অভ্যাস করতে হবে।
গ) তার যোগ্যতা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে ঈশ্বরের গৌরব হয়।

পরীক্ষা—৬

১। জর্জ বিশ্বাস করে যে ঈশ্বরই তার 'সময়ের' মালিক, তাহলে তাকে কি করতে হবে টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) সব সময় উপযুক্ত ভাবে তার সময় ব্যয় করবে, যাতে ঈশ্বরের কাছে সে ঠিকমত হিসাব দিতে পারে।

খ) জীবনের শেষ দিনগুলি বিশেষ যত্নের সংগে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে, যাতে ঐ দিনগুলি সে প্রভুর কাজের জন্য দিতে পারে।

গ) 'সময়ের' মালিক তো ঈশ্বর, জর্জের আর এমন কিইবা করবার আছে।

২। অন্যান্য মূল্যবান সম্পদের সংগে ও সময়ের সংগে তুলনা হয়না কেন, টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) কেননা সময়ের শেষ নেই—যত যায় ততই আসতে থাকে।

খ) এটা এমন কিছু নয়, যার জন্য ঈশ্বরের কাছে সরাসরি আমাদের হিসাব দিতে হবে।

গ) ঈশ্বর দেখতে চান, 'সময়' আমরা কিভাবে ব্যয় করি।

ঘ) কেননা কোন কিছুর বিনিময়ে 'সময়' আমরা কারো কাছ থেকে কিনতে বা বিক্রী করতে পারিনা।

৩। বা দিকে কাজের বর্ণনা করা হয়েছে, আর ডান দিকে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে। বা পাশের যে কাজগুলি ডান পাশের যে দায়িত্বগুলির সংগে মেলে সেগুলি দেখান। ডান পাশের দায়িত্বর সংখ্যাটি বা পাশের কাজের সামনে দেওয়া খালি জায়গায় বসান।

.....ক) মেয়ের সাথে কথা বলা।	১। ঈশ্বরের জন্য সময় দেওয়া।
.....খ) আরাধনা বা উপাসনায় যোগ দেওয়া।	২। অন্যদের জন্য সময় দেওয়া।
.....গ) বাচ্চাদের নিয়ে বাইরে ঘুরতে যাওয়া।	৩। নিজের জন্য সময় দেওয়া।
.....ঘ) বাইবেল পাঠ ও প্রার্থনা করা।	

.....ঙ) স্ত্রী/স্বামীর সাথে পারিবারিক সমস্যার বিষয় আলাপ আলোচনা করা।
.....চ) খেলাধূলার জন্য কিছুটা সময় নেওয়া।
.....ছ) ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করা।
.....জ) অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে যাওয়া।

৪। বা দিকে কতগুলো সমস্যা দেওয়া হয়েছে। ডান দিকের উপায়গুলো ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এগুলো সমাধান করা যায়। ডান দিকের যে উপায়টি ব্যবহার করলে বা দিকের যে সমস্যাটি সমাধান হয়, তা দেখান (ডান দিকের সংখ্যাটি বা দিকের খালি জায়গায় বসিয়ে দেখালেই চলবে)।

.....ক) নমিতা গীর্জায় রওনা করবে ঠিক সেই সময় তার নথ্রীষ্টিয়ান বান্ধবীরা বাসায় বেড়াতে আসলো।
.....খ) শমুয়েলের হঠাৎ মনে পড়লো যে একই সময়ে তাকে দুটি মণ্ডলীতে প্রচার করতে হবে।
.....গ) শিপ্রা ষ্ট্যাম্প কিনতে ভুলে গিয়েছিল তাই আবার তাকে পোষ্ট অফিসে যেতে হবে।
.....ঘ) শেষের দিন ইলেকট্রিক বিল দেবার জন্য সমীর ব্যাংকে গিয়ে লম্বা লাইনের পেছনে দাড়ালো।
.....ঙ) মিনু ভুলে গিয়েছিল যে, রবিবার গীর্জায় গান চালাবার দায়িত্ব তার।

১। "এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই" ব্যবহার করা।
২। প্রত্যেকটি কাজের সময় নির্দিষ্ট করা।
৩। কাজের তালিকা তৈরী করা।

৫। মথি ২৫ ঃ ১৪-৩০ পদের গল্পটিতে আমরা দেখতে পাই যে, প্রত্যেক কর্মচারীকেই মনিবের কাছে তার কাজের হিসাব দিতে হয়েছিল। এর অর্থ হোল যে— (সঠিক উত্তরটি টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন)।

ক) মানুষকে ঈশ্বরই যোগ্যতা দিয়েছেন, সুতরাং কিভাবে তাঁর দেওয়া যোগ্যতা ব্যবহার করা হচ্ছে, সেজন্য তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে।

খ) যারা অন্যদের অধীনে চাকরী করে, যোগ্যতা কিভাবে বিনিয়োগ করেছে, কেবলমাত্র তাদেরই তার হিসাব দিতে হবে। আমরা যারা স্বাধীন আমাদের দিতে হবে না।

গ) গল্পের মনিব হলেন আমাদের মা-বাবা বা মণ্ডলীর নেতাগণ।

৬। জগদীশ বাবু শিক্ষকতার মধ্য দিয়ে তার যোগ্যতার বিনিয়োগ করতে চান। তাহলে তিনি কি করবেন? টিক্ (√) চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

ক) তিনি প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, কি যোগ্যতা তার আছে।

খ) খুব সতর্কতার সংগে তার যোগ্যতাটি ব্যবহার করবেন, কারণ এই একটি মাত্র যোগ্যতাই তার আছে।

গ) ভাল শিক্ষক হওয়ার জন্য তিনি আরও প্রয়োজনীয় লেখাপড়া করতে থাকবেন এবং যা কিছু শিখছেন, সেগুলো রীতিমত অভ্যাস করতে থাকবেন।

সপ্তম অধ্যায় পড়া শুরু করার আগেই দ্বিতীয় ভাগের ছাত্র-রিপোর্ট তৈরী করে আপনার আই, সি, আই, শিক্ষকের নিকট পাঠিয়ে দিন।

পাঠের মধ্যকার প্রশ্নগুলোর উত্তর ঃ

৯। আপনার নিজের উত্তর।

১। খ) যেহেতু ঈশ্বরের কাছ থেকেই 'সময়' পেয়েছি, সেহেতু কিভাবে তাঁর দেওয়া সময় ব্যবহার করি, সে জন্য আমাদের হিসাব দিতে হবে।

১০। (ক) ও (খ) উক্তিগুলো সঠিক, অন্যান্যগুলো নয়।

২। গ) একটি মূল্যবান সম্পদের মত, ঈশ্বর যা আমাদের ব্যবহারের জন্য দিয়েছেন।

১১। গ) ঈশ্বর, মানুষ এবং সামর্থ বা যোগ্যতা। এই পাঠে যে তিনটি উপাদান দেখানো হয়েছে—মনিব, কর্মচারী ও মুদ্রা, সেগুলো যথাক্রমে ঈশ্বর, মানুষ ও যোগ্যতা সম্পর্কে বুঝায়। এই তিনটি উপাদানের কোন্‌টি কি বুঝায়, তা কখনও মিলিয়ে ফেলা উচিৎ না।

৩। আপনার নিজের উত্তর। আপনি নিশ্চয়ই দৈনন্দিন প্রার্থনা ও রীতিমত বাইবেল পড়বার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

১২। ক) সৌমেন ও গ) সুভাষ। এই পাঠের কোন্ উপায়টি অনুসরণ করলে মেরীর উপকার হবে বলে আপনি মনে করেন।

৪। আপনার নিজের উত্তর। কারো সাথে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাকী রয়েছে না কি?

১৩। আশা করি খুব সতর্কতার সাথে প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনার নোট বই'এ লিখেছেন। আপনার উত্তরগুলোই সুপ্ত প্রতিভাগুলি খুঁজে পেতে আপনাকে সাহায্য করছে। আপনার আসে পাশে কোন অভাব বা প্রয়োজন থাকলে আশা করি তাও বুঝতে পেরেছেন।

৫। আপনার নিজের উত্তর। যে কাজগুলো করতে আপনি কথা দিয়েছেন, সেগুলো কি নোট বই'এ লিখেছেন? তালিকাভুক্ত করার মত আরও কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ কি বাকী আছে? যদি বাকী থেকে থাকে, সেগুলো করবার জন্য সময় করে নিন ও নোট বই'এ লিখে নিন।

১৪। খ) মথি ২৫ ঃ ২৮ পদ। এখানে আমরা দেখতে পাই—কেউ যদি সামর্থ বা যোগ্যতার উন্নতি সাধন না করে বা যোগ্যতা বিনিয়োগ না করে, তাহলে সেই যোগ্যতা সে হারিয়ে ফেলতে পারে। যাত্রা পুস্তক ৩১ ঃ ১-১১ পদে ঈশ্বর যে মানুষকে বিশেষ যোগ্যতা বা সামর্থ দিয়ে থাকেন, সে সম্পর্কে আরো কিছু বলা হয়েছে ও ১ পিতর ৪ ঃ ১০ পদে কিভাবে আমাদের যোগ্যতাগুলি ব্যবহার করতে হবে, সে সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৬। আপনার নিজের উত্তর। ঈশ্বরের জন্য সময় দেবার কথা কি আপনার মনে আছে? আপনার পরিবার ও অন্যান্য লোকদের জন্য? নিজের জন্য?

১৫। আপনার নিজের উত্তর।

৭। আপনার নিজের উত্তর। একই কাজের জন্য আবার যেন যেতে না হয়, সে জন্য কোন পথ খুঁজে পেয়েছেন কি? গুরুত্বপূর্ণ এমন কিছু কি আপনার মনে পড়ে, যা এখুনি করা প্রয়োজন?

১৬। গ) তার যোগ্যতা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে, যাতে ঈশ্বরের গৌরব হয়। ক) ও খ) 'এ যোগ্যতাগুলি ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করার চেয়ে সেগুলির উন্নতি সাধন করার কথাই বেশী বলে।

৮। গ) এ্যাপয়েন্টমেন্ট বই ব্যবহার করে। কখন ছেলেকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেতে হবে তা পরিকল্পনা করে সন্তোষ বাবুর এ বই'এ লিখে রাখা উচিৎ ছিল ও সেইমত চললে তার কোন সমস্যাই হতনা। ঠিক সময়ে তিনি প্রার্থনা সভায় যেতে পারতেন।

● ● ●

(নোট লেখার জন্য)

তৃতীয় খণ্ড

খ্রীষ্টিয় ধনাধ্যক্ষতা ও আমাদের দায়িত্ব